রিয়াদে এক শিল্পী পরিবার

ওরা দুজনেই গান গায়। সুরের জ্বালায় মঞ্চ থেকে মঞ্চ ঘুরে বেড়ায়। গানে গানে ভরে দিতে চায় ভুবন। এ দু'টি গানের পাখি নাইটিঙ্গেল আমাদের রিয়াদেই দীর্ঘকাল ধরে বড়ো অনাদরে পড়ে আছে। যাদের খুব একটা খোঁজ খবর আমরা রাখি না। জাতীয় বিশেষ বিশেষ দিনে ওদের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমাদের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর। তারা তখনই ছুটে যান তাদের কাছে। না কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই নিজেদের কণ্ঠটি উজাড় করে দিয়ে কখনও একক আবার কখনও ডুয়েট গেয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সদা হাসি খুশি এই শিল্পী দম্পতিদের কী ভীষণ চাপা কষ্টে প্রবাসের দিনগুলো যাচ্ছে, তা কিন্তু কেউ তলিয়ে দেখার নেই। যখন শিল্পীর কণ্ঠে বেজে ওঠে ....তোমরা ভুলে গেছ মল্লিকাদের নাম.....তখন আমার মনে হয় শিল্পী যেন আমাদেরই তার দরদভরা কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন তাকে বা তাদের আমরা মনে রাখি না। হ্যাঁ এতোক্ষণ চট্টগ্রামের বাসিন্দা, রিয়াদ প্রবাসী শিল্পী ছালামত আলীর কথাই বললাম। দুই সন্তানের জনক জননী ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই গান গেয়ে থাকেন। গানে গানে মুখর করে তোলেন এখানকার অনুষ্ঠানগুলো। কোন অনুষ্ঠানে যেমন তাজা ফুলগুলো সাজানো হয় বড় আগ্রহে অনুষ্ঠান শেষে তা আবার অনাদরে অনাগ্রহে পড়ে থাকে। কেউ তার খোঁজ করে না। তেমনি হয়েছে এই শিল্পী পরিবারের অবস্থা। আসুন না আমরা ওদের খোঁজ রাখার চেষ্টা করি।

রিয়াদ মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিল্পী দম্পতি। শিল্পী ছালামত আলী ও তার স্ত্রী খুরশিদা বেগম রীনা সেদিনে তাদের গাওয়া ডুয়েট সঙ্গীত সহস্রাধিক দর্শক শ্রোতাকে করেছিলো বিমোহিত।

প্রবাসের ব্যস্ততম সময়ের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে উইক-ইন্ডে যে সময় পাওয়া যায় সে সময়টুকুতেই বন্ধুদের পরম আগ্রহের জবাবে শিল্পী ছালামত আলী বসে যান নিজ বাসগৃহের আঙ্গিনায়। বন্ধুদের মনও ভরে সঙ্গে সঙ্গে নিজের চর্চাটুকুও হয়ে যায়। এমনিভাবে চলছে শিল্পী ছালামত আলীর দিনকাল। রিয়াদে বাঙালি সাংস্কৃতাঙ্গন নিয়ে তিনি কোন বক্তব্য দিতে চান না। তবে আশির দশকের শেষ দিকে সউদী টিভি চ্যানেল টু তে **ফ্লাট ফরম** নামে যে আধাঘন্টার একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। তাতে সউদী টিভি কর্তৃপক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি প্রবল উদারতা আর সম্মান দেখিয়েছিলেন। তাকে যদি টিকিয়ে রাখা যেতো তাহলে তার মাধ্যমে আমাদের দেশজ সংস্কৃতির অনেক কিছুই তুলে আনা সম্ভব হতো। শিল্পী বলেন আসলে আমাদের স্বার্থান্ধতা ও অদুরদর্শিতার কারণেই সেই টিভি অনুষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখা গেলো না। পরবর্তীতে এখানকার একটি ইংরেজী দৈনিকে যে বাংলা পাতা বের হতো তার অকাল মৃত্যুও আমাদের নৈতিকতাই একমাত্র দায়ী।

-দেওয়ান আবদুল বাসেত, সম্পাদক, মরুপলাশ।

http://www.marupalash.com .....এর সৌজন্যে প্রকাশিত। মার্চ ৪, ২০০৫ইং।